দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 12 FEB 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডিনের পদত্যাগের দাবিতে ভিসি ভবনে তালা

শাবিতে মূর্তি স্থাপন স্থগিত করায় ১৩ ফেব্রুয়ারির হরতাল স্থগিত

□ সিলেট অফিস

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবি) ভাস্কর্যের নামে স্থাপনের প্রতিবাদে সর্বদলীয় উলামা মাশায়েখদের সমন্বয়ে গঠিত শাহজালাল (র.) ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও ভাস্কর্য প্রতিরোধ আন্দোলনের পূর্ব ঘোষিত ১৩ ফেব্রুয়ারি হরতাল স্থগিত করা পৃঃ ১৫ কঃ ৭

শাবিতে মূর্তি স্থাপন স্থগিত

১৩-এর পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। রোববার রাতে সংগঠনটির এক জরুরি বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি সংগঠনটির পরবর্তী বৈঠকের দিন ধার্য করা হয়।

সোবহানীঘাটস্থ আনজুমানে আল ইসলাহর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমীর প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবীবুর রহমান।

এতে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডিয়ামের অন্যতম সদস্য ও আনজুমানে আল ইসলাহর কেন্দ্রীয় সভাপতি আল্লামা হুসাম উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী, সোবহানীঘাট মাহমুদিয়া [illegible] মাদ্রাসার [illegible] মুহতামীম, প্রেসিডিয়াম সদস্য মাওলানা শফিকুল হক আমকুনী, জাতীয় পার্টি সিলেট জেলার সাবেক সভাপতি এডভোকেট গিয়াস উদ্দিন আহমদ, আমরা সিলেটবাসীর সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক।

আমরণ অনশন শুরু

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবি) ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন এবং বিভাগীয় প্রধান নজরুল ইসলামকে অপসারণের দাবিতে ভিসি ভবনে তালা ঝুলিয়ে আমরণ অনশন শুরু করেছেন শিক্ষার্থীরা। [illegible]

গতকাল সোমবার বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. সালেহ উদ্দিন আহমদ ভেতরে থাকা অবস্থায় ভবনের প্রবেশের দরজায় তালা দিয়ে প্রায় দেড়শ' শিক্ষার্থী অবস্থান নেওয়া শুরু করেন। পরে তারা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরণ অনশন কর্মসূচি চালিয়ে যাবার ঘোষণা দেন।

আন্দোলনকারীদের একজন জাহাঙ্গীর নুমান বলেন, ভিসি আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। বিভাগীয় প্রধান নজরুল ইসলামকে অপসারণ না করে তিনি তার ওপর সকল ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা আরো অভিযোগ করেন, নজরুল ইসলামকে অপসারণের আন্দোলন করায় শিক্ষার্থীদের বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

এদিকে ভিসি ভবনের সামনে প্রায় দেড়শ' ছাত্র-ছাত্রী আমরণ অনশন শুরু করেছেন। এছাড়া বিবিএ বিভাগের সকল কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

প্রসঙ্গত, শিক্ষার্থীরা ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন এবং ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা, স্বেচ্ছাচারিতা, অনৈতিকতা, দুর্নীতি, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পালনে বাধাসহ নানা অভিযোগ এনে তার অপসারণ দাবি করেন।